بِسۡمِ اللّٰہِ الرَّحۡمٰنِ الرَّحِیۡمِ

نحمدہ و نصلّی علی رسولہ الکریم

সংক্ষিপ্তসার খুতবা জুমুআ

মহানবী (সা.)-এর দাসত্বে হযরত মসীহ্ মাওউদ (আ.)-এর বিনয় ও নম্রতার ঘটনাবলী এবং জামা'তের সদস্যদের প্রতি তাঁর কতিপয় উপদেশ

সৈয়্যদনা হযরত আমীরুল মু'মিনীন হযরত মির্যা মাসরূর আহ্মদ খলিফাতুল মসীহ্ আল্ খামেস আইয়্যাদাহুল্লাহু তাআলা বেনাস্রিহিল আযিয কর্তৃক ২৯ মে, ২০২৬ ইং তারিখে যুক্তরাজ্যের (টিলফোর্ড) ইসলামাবাদের মসজিদে মুবারকে প্রদত্ত খুতবা জুমুআর সংক্ষিপ্তসার

আশ্হাদু আল্লাহ্ ইলাহা ইল্লাল্লাহু ওয়াহ্দাহু লাশারীকালাহু, ওয়াশ্হাদু আন্না মুহাম্মাদান আবদুহু ওয়ারসূলুহু। আম্মাবাদু ফা-আউযুবিল্লাহি মিনাশ শয়তানির রজিম, বিসমিল্লাহির রহ্মানির রহিম। আল্হামদু লিল্লাহি রব্বিল 'আলামিন। আর রহ্মানির রহিম। মালিকি ইয়াওমিদ্দিন। ইয়্যাকা না'বুদু ওয়া ইয়্যাকা নাস্তাঈ'ন। ইহ্দিনাস সিরাত্বাল মুসতাক্বীম। সিরাত্বাল লাযীনা আনআ'মতা আ'লাইহিম। গায়রিল মাগদূবি 'আলায়হিম। ওয়ালাদ্দল্লীন।

তাশাহ্হুদ, তা'ঊয এবং সূরা ফাতিহা পাঠের পর সৈয়্যদনা হুযূর আনোয়ার (আই.) বলেন, আজ আমি মহানবী (সা.)-এর দাসত্বে হযরত মসীহ্ মাওউদ (আ.)-এর বিনয় ও নম্রতার ঘটনাবলী এবং জামা'তের সদস্যদের প্রতি তাঁর উপদেশমূলক কিছু উদ্ধৃতি তুলে ধরব। আল্লাহ্ তা'লা হযরত মসীহ্ মাওউদ (আ.)-এর বিনয়াচরণ দেখে ১৮ই মার্চ, ১৯০৭ সালে ইলহাম মারফত তাঁকে বলেন, **তেরি আজিযানা রাহেঁ উস কো পাসান্দ আয়িঁ**। অর্থাৎ, তোমার বিনয়াবনত পন্থা তাঁর পছন্দ হয়েছে।

হযরত মসীহ্ মাওউদ (আ.) বলেন, **এই অধমের নিকট প্রকাশ করা হয়েছে যে, এই অধম নিজের দীনতা, বিনয়, আল্লাহ্ ভরসা, আত্মবিলীনতা, নিদর্শনাবলী এবং জ্যোতির্মালার দৃষ্টিকোণ থেকে ঈসা মসীহ্র প্রথম জীবনের প্রতিমূর্তি। এবং এই অধমের প্রকৃতি ও মসীহের প্রকৃতি পরস্পরের সাথে অত্যন্ত সাদৃশ্যপূর্ণ। যেন তারা একই রত্নের দুটি টুকরো অথবা একই বৃক্ষের দুটি ফল; এবং তাদের মধ্যকার আত্মিক ঐক্য এতটাই গভীর যে, কাশফী বা আধ্যাত্মিক দৃষ্টিতেও তাদের মধ্যকার পার্থক্য অত্যন্ত সূক্ষ্ম। তদুপরি, বাহ্যিক রূপেও একটি গভীর মিল রয়েছে; আর তা হলো-মসীহ্ একজন নিখুঁত ও মহানুভব নবী অর্থাৎ হযরত মূসা (আ.)-এর অনুসারী ও দ্বীনের খাদেম ছিলেন এবং তাঁর ইঞ্জিল ছিল তওরাতেরই একটি শাখা। আর এই অধমও সেই মহান নবীর একজন অতি নগণ্য খাদেম মাত্র, যিনি সাইয়্যিদুর রসূল (রসূলগণের সর্দার) এবং সব আম্বিয়াদের শিরোমণি (অর্থাৎ হযরত মুহাম্মদ মুস্তফা সা.)।**

একবার এক ব্যক্তি হযরত মসীহ্ মাওউদ (আ.)-কে বলেন, আপনি হকীকাতুল ওহী পুস্তক রচনা, বারবার প্রুফ দেখা এবং পাঠ করতে অনেক কষ্ট করেছেন আর এ কারণে আপনার স্বাস্থ্যেরও অনেক অবনতি ঘটেছে। তাই আপনি কয়েকদিন সম্পূর্ণ বিশ্রাম নিন। তিনি (আ.) বলেন, **আমরা আর কীইবা পরিশ্রম করি? সাহাবীগণ (রা.)-এর চেষ্টাসাধনার দিকে তাকালে আমাদের লজ্জা পাওয়া উচিত যে, তারা কীভাবে সানন্দে খোদার পথে নিজেদের জীবন বিসর্জন দিয়েছেন!**

তিনি (আ.) বলেন, **কতিপয় নির্বোধ আমার বিরুদ্ধে আপত্তি উত্থাপন করে যে, আমি নাকি আমার মর্যাদা**

বা অবস্থানকে সীমাতিরিক্ত বাড়িয়ে প্রদর্শন করি। আমি খোদা তা'লার কসম খেয়ে বলছি, আমার প্রকৃতি ও স্বভাবের মধ্যেই এ বিষয়টি নেই যে, আমি নিজেকে প্রশংসার দাবিদার হিসেবে জ্ঞান করব কিংবা নিজের মাহাত্ম্য প্রকাশে আনন্দিত হব। আমি সর্বদা নম্রতা, নির্জনতা ও অপরিচিত জীবন পছন্দ করে এসেছি। কিন্তু এটি এখন আমার নিয়ন্ত্রণ এবং ক্ষমতার বাইরে ছিল, কেননা আল্লাহ্ তা'লা নিজেই আমাকে সামনে নিয়ে এসেছেন। অধিকন্তু আমার যে প্রশংসা ও শ্রেষ্ঠত্বের কথা তিনি তাঁর অবতরণকৃত কালামে প্রকাশ করেছেন এসব প্রশংসা ও শ্রেষ্ঠত্ব মূলত মহানবী (সা.)-এরই।

একবার একজন অস্ট্রেলিয়ান নও-মুসলিম মোহাম্মদ আব্দুল হক সাহেবের প্রশ্নের উত্তরে মসীহ্ মাওউদ (আ.) বলেছিলেন, আমাদের মূলনীতিগুলোর মধ্যে একটি হলো, আমরা অনাড়ম্বর জীবনযাপন করি। ইউরোপ আজকাল যেসব জাঁকজমক ও বিলাসিতাকে জীবনের অবিচ্ছেদ্য অংশ বানিয়ে নিয়েছে, আমাদের সভা-সমাবেশ সেসব থেকে মুক্ত। আমরা কদাচার ও মন্দ অভ্যাসের দাস নই.... আর পানাহার ও ওঠাবসার ক্ষেত্রে আমরা সাদামাটা জীবনই পছন্দ করি।

অন্য এক জায়গায় তিনি (আ.) বলেন, নম্রতা ও বিনয় অবলম্বন করা উচিত। বিনয় শেখা কঠিন কিছু নয়, আর এতে শেখারই বা কী আছে? মানুষ তো নিজেই অত্যন্ত দুর্বল ও অসহায় আর তাকে বিনয়ের জন্যই সৃষ্টি করা হয়েছে। তিনি (আ.) বলেন, ধন্য তারা যারা নিজেদের সবচেয়ে বেশি নগণ্য ও তুচ্ছ মনে করে এবং অত্যন্ত বিনয়ের সাথে কথা বলে।... তারা পৃথিবীতে নম্রভাবে চলাফেরা করে। তাই আমি বারবার বলছি, এ ধরনের লোকদের জন্যই জান্নাত প্রস্তুত করে রাখা হয়েছে।

হুযূর আনোয়ার (আই.) বলেন, অনেকের জলসার সময়ে সামনে এসে চেয়ারে বসার বা গ্রীণ এরিয়াতে এসে বসার প্রতি আগ্রহ থাকে। নিকটে বসে যুগ খলীফার কথা শোনার জন্য এ বাসনা তো ঠিক আছে, কিন্তু কখনো কখনো এর মধ্যে অহংকার পরিলক্ষিত হয়; যা হওয়া উচিত নয়। কেননা এর ফলে ব্যবস্থাপকদের জন্য সমস্যার সৃষ্টি হয়। মানুষের উচিত যখনই কোথাও যায় সেখানে সবচেয়ে নিচু স্থান নিজের জন্য বেছে নেওয়া আর সে যদি এর চেয়ে উন্নত কোনো জায়গায় বসায় যোগ্য হয় তাহলে মেজবান বা ব্যবস্থাপক নিজেই তাকে সেখানে ডেকে বসাবে।

হযরত মসীহ্ মাওউদ (আ.) বলেন, কোনো মানুষ খোদার ভালবাসা এবং তাঁর সন্তুষ্টি ততক্ষণ পর্যন্ত অর্জন করতে পারে না, যতক্ষণ পর্যন্ত তার মাঝে দুটি বৈশিষ্ট্য সৃষ্টি না হয়। প্রথমত, অহংকারকে চূর্ণ করা। ... আর দ্বিতীয় বিষয় হলো, সকল সম্পর্ক যেন বিচ্ছিন্ন করে, ... যেগুলো নোংরামি ও খোদার অসন্তুষ্টির কারণ ছিল, সেসব সম্পর্ক যেন কর্তিত হয়।

হযরত মসীহ মাওউদ (আ.) বলেন, যে ব্যক্তি বয়আত করার পরও নিজের ভেতর অহমিকা ও স্বার্থপরতা লালন করে, সে কক্ষনো এই বয়আত থেকে আধ্যাত্মিক কল্যাণ লাভ করতে পারে না। তোমরা যত বেশি নরম মেজাজ অবলম্বন করবে এবং যত বেশি বিনয় ও নম্রতা প্রদর্শন করবে, আল্লাহ্ তা'লা তোমাদের ওপর তত বেশি সন্তুষ্ট হবেন। মানুষ-যে কিনা একটি অত্যন্ত দুর্বল ও অসহায় সৃষ্টি, সে নিজের মন্দ কর্মের কুপ্রভাবে নিজেকে বড় মনে করতে শুরু করে। এটি আসলে মন্দ কর্মেরই অশুভ পরিণতি যে, মানুষের মনে বড়ত্বের ভাব জেগে ওঠে এবং তার ভেতর অহংকার ও দাম্ভিকতা চলে আসে। আল্লাহ্‌র পথে যতক্ষণ পর্যন্ত মানুষ নিজেকে সবার চেয়ে ছোট ও অধম মনে না করবে, ততক্ষণ সে মুক্তি পেতে পারে না।

অতঃপর বিনয় ও নম্রতা অবলম্বনের জোর তাগিদ দিয়ে অন্য এক প্রসঙ্গে হযরত মসীহ্ মাওউদ (আ.) বলেন: এখনও জামা'তের মধ্যে এমন অনেক মানুষ রয়েছে, যারা নিজের ইচ্ছার বিরুদ্ধে সামান্য কোনো কথা শুনলেই উত্তেজিত ও ক্রোধে ফেটে পড়ে। অথচ, স্বভাবের মধ্যে সহনশীলতা ও ধৈর্য সৃষ্টি করার জন্য এই ধরণের সব উত্তেজনাকে দমন করা অত্যন্ত জরুরি। দেখা যায় যে-একেবারে সামান্য ও তুচ্ছ কোনো বিষয়ে তর্ক শুরু হলে, প্রত্যেকেই অপরকে পরাস্ত করার চিন্তায় মগ্ন হয়ে পড়ে যে, কীভাবে আমি বিজয়ী

হব। এমন পরিস্থিতিতে নফসের উত্তেজনা থেকে বেঁচে থাকা উচিত এবং যেকোনো বিবাদ-ফ্যাসাদ দূর করার স্বার্থে ছোটখাটো বিষয়ে জেনেশুনে নিজেই নিজের জন্য নমনীয়তা বা (বাহ্যিক) পরাজয় স্বীকার করে নেওয়া উচিত। কোনো অবস্থাতেই এই চেষ্টা করা উচিত নয় যে, প্রতিদ্বন্দ্বিতায় লিপ্ত হয়ে নিজের অন্য কোনো ভাইকে লাঞ্ছিত বা অপদস্থ করা হবে।

আমরা যদি নিজেদের জীবনের দিকে দৃষ্টিপাত করি, তবে দেখতে পাবো যে-আমাদের মাঝে এমন অনেক মানুষ রয়েছে, যারা এই ধরণের মিথ্যা অহংকার ও অহমিকা লালন করে; আর এই কারণেই ঝগড়া-বিবাদও বৃদ্ধি পায়। কিন্তু আমরা যদি আল্লাহ্ তা'লার নৈকট্য লাভ করতে চাই, তবে এই মন্দ অভ্যাস থেকে মুক্তি পাওয়া সম্ভব। এমনকি কেউ কেউ তো ক্ষতি করার চেষ্টাও করে; অনেক সময় ভুল রঙে রঞ্জিত করে একে অপরের বিরুদ্ধে অভিযোগ দায়ের করে যে-'অমুক জায়গায় আমাদের মাঝে ঝগড়া হয়েছিল, অমুক জায়গায় সে আমাকে গালি দিয়েছিল; তাই এখন আমি তাকে যেকোনো উপায়ে হোক-অন্যায়ভাবে কোনো মিথ্যা মামলায় জড়িয়ে কিংবা অন্য কোনো শাস্তির মুখোমুখি করে প্রতিশোধ নেওয়ার চেষ্টা করব'।

তিনি (আ.) আরও বলেন: অহংকারী ব্যক্তি আসলে নিজের অহংকারের মাধ্যমে খোদার আরশ বা তখতে বসতে চায়। অতএব, এই কুৎসিত ও জঘন্য চরিত্র থেকে সর্বদা আল্লাহ্‌র কাছে আশ্রয় প্রার্থনা করো। খোদা তা'লার সমস্ত প্রতিশ্রুতি যদি তোমাদের অনুকূলেও থাকে, তবুও সেই প্রতিশ্রুতিগুলো থাকা সত্ত্বেও তোমরা বিনয় ও নম্রতা প্রদর্শন করো; কারণ যে ব্যক্তি নম্রতা ও অহংকারহীনতা অবলম্বন করে, সে-ই আল্লাহ্‌র প্রিয়পাত্র হয়ে থাকে।

একবার হযরত মসীহ্ মাওউদ (আ.)-কে জিজ্ঞেস করা হয়েছিল, হুযূর! হাদীসে বর্ণিত হয়েছে, সকল নবীই ছাগল চরিয়েছেন, আপনিও কি কখনো ছাগল চরিয়েছেন? তিনি (আ.) বলেন, হ্যাঁ! আমি একবার বাইরে ক্ষেতের দিকে গিয়েছিলাম সেখানে এক রাখাল ছাগল চরাচ্ছিল। সে আমাকে বলে, আমি একটা কাজে যাচ্ছি, আপনি একটু আমার ছাগলগুলোর খেয়াল রাখবেন। কিন্তু সে গেল তো গেল, একেবারে সন্ধ্যায় ফিরে আসে আর তার ফিরে আসা পর্যন্ত আমাকে তার ছাগল চরাতে হয়েছিল।

হযরত মসীহ্ মাওউদ (আ.) ঘরের কোনো কাজ করতে কখনো দ্বিধা করতেন না। খাট নিজেই পেতে নিতেন, মেঝে পরিষ্কার করতেন, বিছানা বিছাতেন। যে ধরনের খাবারই হতো হুযূর (আ.) তা স্বাচ্ছন্দ্যে খেয়ে নিতেন। তিনি কখনো কাউকে **'তুই'** সম্বোধন করে কথা বলেননি, সর্বদা **'জী'** (সম্মানসূচক সম্বোধন) বলে কথা বলতেন। তাঁর মধ্যে অহংকার বলতে কোনো কিছুর অস্তিত্বই ছিল না।

মৌলভী মুহাম্মদ হুসাইন বাটালভী সাহেব যখন নতুন নতুন দিল্লি থেকে পড়াশোনা শেষ করে আসেন, তখন সেই আমলে হযরত মসীহ্ মাওউদ (আ.)-এর সাথে তাঁর একটি বিতর্ক (মুবাহাসা) হয়েছিল, যেখানে তিনি (আ.) মৌলভী সাহেবের কাছে শুরুতেই তাঁর আকীদা (বা বিশ্বাস) সম্পর্কে প্রশ্ন করেন। মৌলভী সাহেব যখন তাঁর আকীদা বলেন, তখন তিনি (আ.) বলেন, আমি আপনার আকীদায় কোনো আপত্তিজনক বিষয় খুঁজে পাচ্ছি না, তাই আপনার সাথে বিতর্কের কোনো প্রয়োজন নেই। যেসব লোক হযরত মসীহ্ মাওউদ (আ.)-কে নিয়ে গিয়েছিলেন, তারা খুব চিন্তিত হয়ে পড়েন যে, এভাবে তো আমাদের লজ্জিত হতে হবে। কিন্তু তিনি (আ.) লোকদেখানো বা মিথ্যা সম্মানের প্রতি কোনো প্রকার ভ্রুক্ষেপ করেননি। তিনি বলেন, মৌলভী সাহেবের আকীদা শুনে যেহেতু তাতে কোনো আপত্তিজনক বিষয় ছিল না, তাই বিশেষভাবে আল্লাহ্‌র সন্তুষ্টির জন্য বিতর্ক ত্যাগ করা হয়েছিল। সেই রাতেই আল্লাহ্ তা'লা ইলহামের মাধ্যমে আমাকে জানান, **তোমার খোদা তোমার এই কাজে সন্তুষ্ট হয়েছেন এবং তিনি তোমাকে এত বরকত দেবেন যে, শেষ পর্যন্ত বাদশাহ্ তোমার পোশাক থেকে কল্যাণ অন্বেষণ করবে।**

এছাড়া তিনি (আ.) মৌলভী মুহাম্মদ হুসাইন বাটালভী সাহেবকে লেখা একটি চিঠিতে নিজের পরম বিনয় প্রকাশ করেছেন। তিনি (আ.) লিখেছেন, এই অধম একজন উম্মী (নিরক্ষর) ও অজ্ঞ মানুষ। না আছে

ইবাদত, না আছে রিয়াযত (সাধনা); না আছে জ্ঞান, না আছে যোগ্যতা। সংক্ষেপে বলতে গেলে কোনো কিছুই নেই। আল্লাহ্ তা'লার পক্ষ থেকে একটি আদেশ ছিল এবং তা ছিল অকাট্য ও সুনিশ্চিত যা এই অধম পৌঁছে দিয়েছে; তা মানা বা না মানা প্রত্যেকের ব্যক্তিগত মতামত ও অনুধাবনের ওপর নির্ভরশীল।

হযরত আকদাস (আ.) যখন ঈসা-মসীহ্‌র সদৃশ হওয়ার দাবি করেন, তখন মৌলভী মুহাম্মদ হুসাইন বাটালভী তীব্র বিরোধিতা আরম্ভ করে এবং অত্যন্ত অশোভন ভাষায় চিঠি লেখে। নিজের 'ইশায়াতুস সুন্নাহ্' পত্রিকায়ও হুযূর (আ.)-এর প্রতি শিষ্টাচারবহির্ভূত শব্দ ব্যবহার করা শুরু করে। এতকিছু সত্ত্বেও হুযূর (আ.) পরম ধৈর্য, সহনশীলতা এবং নম্রতা ও বিনয়ের এক অনন্য দৃষ্টান্ত স্থাপন করেন।

একটি চিঠিতে তিনি (আ.) মৌলভী মুহাম্মদ হুসাইন বাটালভী সাহেবকে লিখেছিলেন, **জয়-পরাজয়ের সাথে আমার কোনো সম্পর্ক নেই, বরং দাসত্ব বরণ এবং নির্দেশের আনুগত্য করাই আমার উদ্দেশ্য। আমি জানি, এই বিরোধিতার পেছনে আপনার নিয়্যত হয়তো ভালোই হবে, কিন্তু আমার মতে উত্তম হলো আপনি প্রথমে আমার সাথে আলাপ-আলোচনা করে এবং আমার বইগুলো অর্থাৎ ফতেহ্ ইসলাম, তওযীহে মারাম এবং ইযালায়ে আওহাম পাঠ করে তারপর কিছু লিখুন। আপনার মতো বন্ধুরা যে বিরোধিতায় নেমে পড়েছেন, এতে আমার কোনো দুঃখ বা কষ্ট নেই; আপনাদের এই মতবিরোধও হয়তো সত্যের খাতিরেই হবে।**

অন্য আরেকটি চিঠিতে তিনি (আ.) মৌলভী সাহেবকে লিখেছেন, **আমার মতে সমস্ত নৈতিক গুণের মধ্যে আল্লাহ্ তা'লা বিনয়, নম্রতা, অনুতপ্ত হওয়া এবং অহংকার বিরোধী প্রতিটি আত্মনিবেদনকে যেভাবে পছন্দ করেন, চরিত্রের অন্য কোনো দিককে তিনি সেভাবে পছন্দ করেন না।**

হুযূর আনোয়ার (আই.) বলেন, অতএব হযরত মসীহ্ মাওউদ (আ.)-এর প্রতিটি কথা ও কাজ বিনয় প্রকাশের প্রতিচ্ছবি ছিল। তাঁর কেবল একটিই উদ্দেশ্য ছিল আর তা হলো আল্লাহ্ তা'লার সন্তুষ্টি অর্জন করা এবং পৃথিবীতে তাঁর একত্ববাদকে প্রতিষ্ঠা করা। তিনি (আ.) আমাদেরকেও এই উপদেশই প্রদান করেছেন। আল্লাহ্ তা'লা আমাদেরকে এ বিষয়গুলোর ওপর আমল করার তৌফিক দান করুন, আমীন।

আল্‌হামদুলিল্লাহি নাহ্‌মাদুহূ ওয়া নাসতায়ীনুহূ ওয়া নাসতাগ্‌ফিরুহূ ওয়া নু'মিনুবিহী ওয়া নাতাওয়াক্কালু আলাইহি ওয়া না'ঊযুবিল্লাহি মিন শুরুরি আনফুসিনা ওয়া মিন সায়্যিআতি আ'মালিনা-মাইয়্যাহ্‌দিহিল্লাহু ফালা মুযিল্লালাহু ওয়া মাই ইউয্‌লিলহু ফালা হাদিয়ালাহু-ওয়া নাশহাদু আল্লা ইলাহা ইল্লাল্লাহু ওয়াহ্‌দাহু লা শারীকালাহূ ওয়ানাশহাদু আন্না মুহাম্মাদান আবদুহূ ওয়া রাসূলুহু-

'ইবাদাল্লাহি রাহিমাকুমুল্লাহু-ইন্নাল্লাহা ইয়া'মুরু বিল 'আদলি ওয়াল ইহসানি ওয়া ঈ'তাইযিল কুরবা ওয়া ইয়ানহা 'আনিল ফাহ্‌শাই ওয়াল মুনকারি ওয়াল বাগ্‌ই-ইয়াইযুকুম লা'আল্লাকুম তাযাক্কারুন। উযকুরুল্লাহা ইয়াযকুরকুম ওয়াদ'ঊহু ইয়াসতাজিবলাকুম ওয়ালা যিক্‌রুল্লাহি আকবর।

('মজলিশ আনসারুল্লাহ্ ভারত' কর্তৃক প্রকাশিত সংক্ষিপ্ত উর্দু খুতবার অনুবাদ)

Bengali Khulasa Khutba Juma
Huzoor Anwar (at)

29 May 2026

Distributed by

Ahmadiyya Muslim Mission
.....*P.O*.....
Distt.....*Pin*.....*W.B*

To,

বিশদে জানতে:Toll Free No.1800 103 2131| www.alislam.org | www.mta.tv | www.ahmadiyyamuslimjamaat.in